মাতৃ-স্নেহ

ও

ঈশ-স্তুতি।

[কোন হিন্দু মহিলা প্রণীত।]

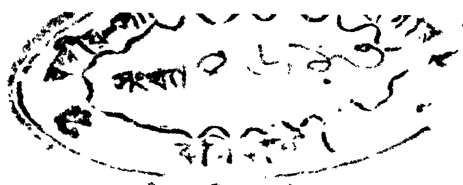


কলিকাতা।

৩৫ নং বেণেটোলা লেন, রায় যন্ত্রে,

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৬ সাল।



মাতৃ-স্নেহ।

দশ মাস করি মা গো উদরে ধারণ,
সহিয়াছ কত কষ্ট আমার কারণ।
অসহ্য প্রসব-ব্যথা সকলি ভুলিলে,
হবামাত্র যবে মোরে কোলেতে করিলে।
আপনার মন-সুখ দিয়া বিসর্জ্জন,
পালিয়াছ মোরে মা গো করিয়া যতন।
স্থির হও নাই মোরে পালঙ্কে রাখিয়া,
শত বার দেখিতে মা নিকটে আসিয়া।
কাঁদিলে অমনি নিতে হৃদয়ে তুলিয়া,
সান্ত্বনা করেছ মা গো দুগ্ধদান দিয়া।
আধ আধ কথা যবে ফুটিল আমার,
তাহা দেখি কত সুখ অন্তরে তোমার!
যখন আমাকে মা গো কোলেতে করিতে,
"সে কথাটি বল বাবা" কেবলি বলিতে।

অত্যল্প চলিতে আমি শিখিনু যখন
দিবানিশি হস্তে ধরি চলাতে তখন।
অসহায় শিশুকাল যবে হলো শেষ,
তখন করেছ যত্ন আমাকে অশেষ।
অন্ধকারে যেতে মোরে দাওনি কখন,
পাছে সর্প আসি মোরে করয়ে দংশন,
অহোরাত্র আমাকে মা নিকটে রাখিয়া,
কতই জ্ঞানের শিক্ষা দিয়াছ বসিয়া।
কাহার নিকটে যেতে দাওনি আমায়
পাছে কোন মন্দ রীতি আমাকে শিখায়।
সর্ব্বদা ভাবনা মনে হইত তোমার,
কি প্রকারে হিতবুদ্ধি হইবে আমার।
গৃহকর্ম্মে অবকাশ পাইতে যখনি,
আমা প্রতি নীতিশিক্ষা দিতে গো তখনি।
করিতে যখন মাগো ঈশ উপাসনা,
আমার মঙ্গল অগ্রে করিতে কামনা।
স্নেহ পরিপূর্ণ মরি জননী মতন,
কে আছে ধরণী তলে, কে আছে এমন!

কবে হবে মা গো সেই সুদিন আমার,
হেরিয়া হইব সুখী চরণ তোমার।
কি আর জানাব মা গো জান ত সকল,
জননীর সেবা বিনা জীবন বিফল।
তব পদে ভক্তি যেন থাকে অনুক্ষণ,
তাহলে সার্থক হবে এ পাপ জীবন।
অসার মনুষ্য দেহ হয় মা তাহার,
দিবা-রাত্রি সেবা যে না করিবে মাতার।
আমি কি করেছি মা গো তপস্যা এমন,
জীবন কাটাব মা গো সেবি ও চরণ।
জননী সমান ধন্ এ জগতে নাই,
স্বর্গ মর্ত্ত সুখ যদি হয় এক ঠাঁই।
আহা মরি জননী গো তব ঋণভার,
সুধিতে পারিব কি মা ইহ জন্মে আর?
শতধার পয়ঃপান করেছি তোমার,
সুধিতে নারিনু মা গো তার এক ধার।
যে কষ্ট করিয়া তুমি করেছ পালন,
কখন না ভুলিব মা থাকিতে জীবন।

হৃদয় খুলিয়া যদি দেখাই তোমায়,
দেখিবে মা ও চরণ অঙ্কিত তাহায়।
যত প্রিয় বস্তু আছে ভারত ভিতর,
মাতৃসম কিছু তাহা নহে তৃপ্তি-কর।
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী যদি লোকে হয়,
মাতৃহীন হলে সুখ কিছুতেই নয়।
শান্তি-প্রদায়িনী মরি জননী মতন,
আর নাহি বিধি কারে করিলা সৃজন।
কিবা পশু কিবা পক্ষী যা দেখিতে পাই,
সন্তানে করিতে যত্ন কার(ও) ত্রুটি নাই।
আহা মরি পক্ষী-মাতা সন্তান কারণ,
দিবানিশি চতুর্দ্দিকে করিছে ভ্রমণ।
কুলায়ে শাবক রাখি আহারান্বেষণে,
প্রতিদিন যায় মাতা কতই যতনে।
বিরক্ত না হয় কভু উড়িয়া উড়িয়া,
আহার মিলিলে আসে অমনি দৌড়িয়া।
এত স্নেহ মার হৃদে কেন বা হইল,
সন্তানে করিতে এত কে বলিয়া দিল?

জননীর স্নেহ দেখি আশ্চর্য্য হইয়া,
দিবানিশি হৃদি মোর উঠিছে কাঁদিয়া।
কি করিয়া মাতৃধার করিব শোধন,
কি রূপে হইবে মোর পাপ বিমোচন।
মিথ্যা এ মনুস্য দেহ মোর হয়েছিল,
জননী জনমভূমি চিনিতে নারিল।
কিছু নাহি পারিলাম করিতে মাতার,
মরণান্তে প্রতিফল পাইব ইহার।
মরি মরি কি আশ্চর্য্য জননী-হৃদয়,
বর্ণিতে তাঁহার গুণ মম সাধ্য নয়।
এত স্নেহ যদি মার হৃদে না হইবে,
তবে কেন বসুন্ধরা পাপেতে ডুবিবে।
কেন বা হইবে তবে অকাল মরণ!
ঘটিত কি ধরাতলে এত অলক্ষণ?
অদ্ভুত জন্মের কথা সকলি ভুলিয়া,
মিথ্যা দিন কাটিতেছি জগতে আসিয়া।
চুচক্ষু মেলিয়া যবে করি দরশন,
দেখিয়া মাতার স্নেহ যুড়ায় নয়ন।

হায় হায় এই পাপে কি হবে আমার,
বিন্দুমাত্র পারি নাই সুধিতে সে ধার ॥

মধুময় দুগ্ধ পান করেছি কাহার,
কে রাখিত শোয়াইয়া কোলে আপনার,
কে চুম্বন দিলে সুখ হইত অপার ?
স্নেহময়ী জননী আমার !

নিদ্রাভঙ্গ যবে মোর হইয়া যাইত,
কেবা মৃদুস্বরে গীত তখন গাইত,
রোদন না করি যাতে সে রূপ করিত ?
স্নেহময়ী জননী আমার !

কে বসিয়া রক্ষা মোরে করেছে তখন,
হস্ত-পদ-শূন্য আমি ছিলাম যখন,
স্নেহ অশ্রু পরিপূর্ণ কাহার নয়ন ?
স্নেহময়ী জননী আমার !

কাঁদিতাম যবে রোগে অস্থির হইয়া,
কে থাকিত এক দৃষ্টে আমাকে চাহিয়া,

অমঙ্গল ভাবি কেবা কাঁদিত বসিয়া ?
স্নেহময়ী জননী আমার !

পতিত দেখিলে মোরে কেবা উঠাইত,
কি হইল বলি কেবা দৌড়িয়া আসিত,
ক্ষত স্থানে চুম্ব দিয়া কষ্ট নিবারিত ?
স্নেহময়ী জননী আমার !

আধ আধ স্বরে আমি করি উপাসনা,
শিখিলাম বাল্যকালে ঈশ্বর ভজনা।
কে শিখাত অহোরাত্র বুদ্ধি বিবেচনা ?
স্নেহময়ী জননী আমার !

মা তোমার ভালবাসা কখন না ভুলিব,
করিব মা স্নেহ ভক্তি যত দিন বাঁচিব।
মালা গাঁথি তব নাম হৃদি মাঝে পরিব,
স্নেহময়ী জননী আমার !

হেন দিন কবে হবে মার ঋণ সুধিব,
মন-সুখে মার মুখে অন্ন জল তুলিব।

সেবিয়া মাতার পদ সুখ নীরে ভাসিব,
স্নেহময়ী জননী আমার !

আছে সাধ নিবাইব স্নেহ বারি দিয়া,
যত দুখ পেয়েছ মা আমার লাগিয়া।
তব আশীর্ব্বাদে যদি থাকি গো বাঁচিয়া,
স্নেহময়ী জননী আমার !

পালঙ্ক উপরে আমি তোমাকে রাখিয়া,
দিবানিশি বিভুনাম করিব বসিয়া,
মনের যতেক দুখ যাইব ভুলিয়া।
স্নেহময়ী জননী আমার !

তোমার সেবায় মা গো মোর পাপ মন,
অমৃত সলিলে যেন করে সন্তরণ।
হার মানে তোমা কাছে অমর ভবন,
স্নেহময়ী জননী আমার !

শত পুত্র যদি হয়, জননী সমান নয়,
জানে ইহা সকল সংসার।
বড়ই অভাগা যেই, এ ধ'নে বঞ্চিত সেই
কোন সুখ নাহিক তাহার।
মার মত স্নেহ কার এ জগতে নাহি আর,
সাধ্য কার কে পারে করিতে ?
দেখিলে মাতার মুখ, দূরে যায় যত দুখ,
শোক তারে না পারে ঘেরিতে।
পাপিষ্ঠ সন্তান যত, মাকে কষ্ট দেয় কত,
তবু স্নেহ নাই যায় মার।
কিসে তার ভাল হবে, কি করিয়া সুখে রবে,
সর্ব্বদাই ভাবনা তাঁহার।
সন্তান সুখী হইলে, ভাসে মা সুখ সলিলে,
আপনার দুখ ভুলি যান।
মাতা কন্যা পুত্র তরে, পূজেন পরমেশ্বরে,
হইবারে তাদের কল্যাণ।
দেখিলে সন্তান-দুঃখ, ঘুচে যায় মার সুখ,
শোকসিন্ধু উঠে উথলিয়া।

শত সূচিকার মত, ফুটে হৃদে অবিরত,
দিবানিশি কাঁদেন বসিয়া।
কেবল করেন হায়! সংসার শ্মশান প্রায়,
কিছুতেই সুখ নাহি মার।
যে দিকে চান ফিরিয়া, হৃদয় উঠে কাঁদিয়া,
শক্তি নাহি থাকে উঠিবার।
অশ্রুজলে ভাসি যান, দিবানিশি মুখ ম্লান
করেন অদৃষ্টে তিরস্কার।
হেন দুখের সন্তান নাহি রাখে মার মান,
সেই পাপে পুড়িল সংসার।
মাতা যে করেন এত তথাপি সন্তান কত
দহিতেছে মাতার অন্তর,
ফেলেনা মা চক্ষু-জল পাছে হয় অমঙ্গল
মন দুখ করেন অন্তর।

ওরে পাপ মন করি নিবেদন,
জননীরে সদা করিবে যতন।
তবেত তোমার হইবে উদ্ধার,
যমদণ্ড আর হবে না কখন।

জগত দেখিলে কারণে যাঁহার,
তাঁরে শিরোপরি রাখ আপনার।
স্বর্গে বাস হবে মন সুখে রবে,
কখন যন্ত্রণা হবে না তোমার।

এত সুখী হলে কাহার কারণ,
তাহা একবার করিও স্মরণ।
নিজ সুখ নিয়ে থেক না ভুলিয়ে,
তাঁরে সেব, জিনি সুখের কারণ।

মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা অবিরত কর,
তবেত যাইবে অমর নগর।
দুঃখ না পাইবে আনন্দে ভাসিবে,
নিরানন্দ কভু হবে না অন্তর।

ধোও মার পদ ভক্তি নীর দিয়া,
কর পূজা তাঁর প্রীতি পুষ্প নিয়া।
তা হলে তোমার মৃত্যু ভয় আর,
হইবে না শেষে পরলোকে গিয়া।

মাতার সেবায় মতি আছে যার,
কভু অমঙ্গল ঘটিবে না তার।
জানে সেই জন জননী কি ধন,
নাহি পুণ্যমতি তার সম আর।

গুরু আর নাই জননী সমান,
তাঁহার সেবায় হবে পরিত্রাণ।
ত্যজি অন্য ব্রত পূজ অবিরত,
তা হলে তুমিই সার্থক সন্তান।

শুনেছি মন্দার তরু নন্দন কাননে,
বর নাকি দেয় সেই যার যাহা মনে।
চল মা গো চল যাই, এই ভিক্ষা তারে চাই,
চিরদিন থাকি যেন একত্রে দুজনে।

অবনীর পাপ চক্র সকলি ত্যজিয়া,
তথায় যাইব মা গো দুজনে মিলিয়া।
সুরলোকে মন্দাকিনী মোক্ষপদ প্রদায়িনী,
দিবে মা তোমাকে বর করুণা করিয়া।

শঠতা চাতুরী ছল মহীতল প্রায়,
বিন্দুমাত্র অন্য কিছু দেখা নাহি যায়।
অপ্সরী কিন্নরী যত, বিভুগানে আছে রত,
থাকিলে তাদের সাথে যুড়াবে হৃদয়।

ধরিয়া যোগিনী বেশ করিব ভ্রমণ,
হেরিয়া ত্রিলোক-নাথে যুড়াব নয়ন।
দিবা নিশি এক মনে, বসিয়া মা দুই জনে,
হৃদয়ের মাঝে তাঁরে করিব স্মরণ।

গরল সংসার ত্যজি, অমৃত আগারে
এস গো জননী যাই লইয়া তোমারে।
পাপ তাপ পরিহরি, তোমারে সঙ্গিনী করি,
রব গো যথায় শোক প্রবেশিতে নারে!

———

ঈশ-স্তুতি।

১

অলক্তবরণ ধরি, পূর্ব্বদিক আলো করি
যবে আসি দিনমণি হইল উদয়।
পর্ব্বত শিখর পর, পশ্চাতে অসংখ্য নর,
ঈশ আসি উপস্থিত এমন সময় ॥

প্রকাশিল ধরাতল, বায়ু বহে সুশীতল,
হেনকালে মহাপ্রভু স্তব আরম্ভিল।
করি বাহু উত্তোলন, নেত্র করি উন্মীলন,
স্থির চিত্তে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল ॥

ধ্যান ভঙ্গ হলে পরে, কহেন গম্ভীর স্বরে,
শুন সবে একমনে হয়ে সাবধান।
উচ্চ পদ তুচ্ছ কর, ব্রহ্ম নাম হৃদে ধর,
পিতার উদ্দেশে চল বাঁচিবে পরাণ ॥

২

ধরাতলে পুণ্যমতি ধন্য সেই জন,
ধর্ম্মের ভিখারী যেই হয় অনুক্ষণ।

অবিরোধী যত লোক, নাহি পাবে কোন শোক,
তাহারাই ঈশ্বরের আদর-ভাজন;

ঈশ প্রতি ভক্তিহেতু পাবে যেবা ক্লেশ,
মনুষ্য সমাজে নিন্দা যাহার অশেষ,
স্বর্গবাস হবে তার, ভুঞ্জিবে সুখ অপার,
না রহিবে হৃদি-মাঝে অশান্তির লেশ।

শরীরের কোন অঙ্গ যদি মন্দ হয়,
অবিলম্বে সেই অঙ্গ কাটিবে নিশ্চয়।
এক অঙ্গ যদি যায়, নাহি কোন ক্ষতি তায়,
প্রাণধ্বংস করিও না রাখি সমুদয়।

তব অঙ্গে যদি কেহ করাঘাত করে,
কভু না বিরক্ত হ'য়ো তাহার উপরে।
শরীরের অন্য স্থান, উলটিয়া কর দান,
নিত্য-স্বর্গবাস হবে ইহজন্ম পরে।

বিপক্ষের প্রতি সদা প্রসন্ন থাকিবে,
কাহার সম্মুখে দান কভু না করিবে।

নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, উপাসনা কর গিয়া,
অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ভোগ তা হলে হইবে।

যদি ইচ্ছ অন্যে তব করে উপকার,
অগ্রে উপকার তুমি করহ তাহার।
ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, সুখে রবে দিবা রাত্র,
সর্ব্বদা আনন্দে মন রহিবে তোমার।

সঞ্চয় করোনা রত্ন পৃথিবী উপরে,
নষ্ট হবে চুরি করি লইবে তস্করে।
করি সবে আকিঞ্চন, স্বর্গপুরে রাখ ধন,
মৃত্যু পরে পাবে গিয়া অমর-নগরে।

অন্য দেহে এক ছিদ্র দেখিতে না পার,
শত ছিদ্র নিজ দেহে না কর বিচার।
শুন ওরে দুষ্ট নর, নিজ দেহ শুদ্ধ কর,
তবে বলো অন্য জনে হতে পরিষ্কার।

বিশুদ্ধ অমৃত ধর্ম্ম কর অন্বেষণ,
হইবে সকল সুখ পশ্চাতে মিলন।

কল্য কি হইবে বলে,   ভাবিছ কেন সকলে,
আজি গতি কি হইবে ভাবহ এখন।

৩

সমাপ্ত হইল যবে ঈশ-উপদেশ,
জয়ধ্বনি করে সবে আনন্দে অশেষ।
মহাব্যাধি আদি যত   রোগ ভয়ঙ্কর,
প্রভুর স্পর্শন মাত্র হয় অগোচর।
পৃথিবী ব্যাপিয়া কীর্ত্তি বাড়ে কিছু কাল,
হিংসা করি পাপাত্মারা ফেলে কূট জাল।
অবশেষে মারিবারে করে আয়োজন,
কৃতঘ্ন শিষ্যের সঙ্গে করিয়া মিলন।

৪

দুদিকে তস্কর,   ক্রুশের উপর,
প্রাণদণ্ড করিবারে শ্মশানে আনিল—
ঈশকে লইয়া,   ক্রুশে চড়াইয়া,
কণ্টক মুকুট তাঁর শিরে পরাইল।

৫

লোকারণ্য চতুর্দ্দিকে হইল তখন,
শিরে করাঘাত করি কান্দে সর্ব্বজন।

যাহারা নিষ্পাপ দেহে কণ্টক বিঁধিল,
আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিল।

৬

শোকার্ত্ত দেখিয়া লোকে সাধু একজন,
সকলেরে বলে শুন ঈশ-বিবরণ।
কুমারীর গর্ব্ভে জন্ম হয়েছে তাঁহার,
প্রভুর রুধিরে নর পাইবে নিস্তার।
সকলের পাপ ভার স্কন্ধেতে লইয়া,
তিন দিন পরে স্বর্গে যাবেন চলিয়া।
তাঁহা হতে এই কীর্ত্তি ধরাতে হইল,
বোবা কথা কয় আর বধির শুনিল।
মরা লোক বাঁচিয়াছে ঈশ স্পর্শ করে,
চলিতে দেখেছ তাঁরে সমুদ্র উপরে।
খোঁড়ার হয়েছে পদ, অন্ধ চক্ষু পায়,
নব তরু ঈশ-কোপে শুকাইয়া যায়।
পঞ্চরুটি দুই মৎস্য দিলেন তুলিয়া,
খাইল অসংখ্য লোক উদর পূরিয়া।

হায় হায়! পাপিষ্ঠেরা কি কাজ করিল,
সেই ধর্ম্মরাজে মারি বংশ মজাইল।

৭

সাধুর অদ্ভুত বাক্য হবামাত্র সায়,
ক্রুশ হতে এই শব্দ শুনিবারে পায়।
"হা পিতঃ হা পিতঃ কেন ত্যজিলে আমায়।"
"ইহারা করিল দোষ অজ্ঞান কারণ,
ক্ষম পিতঃ—রাখ এই তনয়-বচন।
তব পদে করিলাম আত্ম সমর্পণ।"

৮

যেমনি সে ধর্ম্ম রাজ নয়ন মুদিল,
চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।
তখনি সে সাধুজন হ'ল অন্তর্ধান,
অসংখ্য পর্ব্বত ফাটি হ'ল খান খান।
মহাশব্দে ভূমিকম্প হইতে লাগিল,
পবিত্র মন্দির-বস্ত্র ছিঁড়িয়া পড়িল।
ঘোর রবে অনাবৃত হইল কবর,
মৃত দেহ উঠে বসে তাহার উপর।

৯

আশ্চর্য্য ব্যাপার—সবে চমৎকার !
সহসা আকাশবাণী করিল শ্রবণ।
প্রভু মৃত্যুঞ্জয়, নাহি তাঁর ক্ষয়,
স্বস্থানে প্রস্থান কর, করোনা রোদন।

বিশ্বের জনক যিনি, এমনি দয়াল তিনি,
পাপীগণে উদ্ধারিতে পাঠালেন তনয়ে।
নিরঞ্জন নাম ধরি, মহীতলে অবতরি,
ধর্ম্মবীজ দিয়াছেন বিশ্বজন-হৃদয়ে।

বিশ্বাস নয়ন, কর উন্মীলন,
বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পন্থা করহ গ্রহণ।
আর নাহি মৃত্যু ভয়, যতোধর্ম্মস্ততোজয়,
প্রেমানন্দে ভাই সবে কর আলিঙ্গন।



ঈশ স্থানে প্রার্থনা।

ওহে প্রভু ধর্ম্মরাজ, এস হে হৃদয় মাঝ,
কর হে পিতার কায, ক্ষম দয়াময় হে।
অজ্ঞান হইয়া আমি, ভজি নাই বিশ্ব-স্বামী,
হইব নরকগামী, জানি তা নিশ্চয় হে॥
এ পাতকী জন, অন্ধের মতন,
না সেবি চরণ, কাটিল জীবন হে।
কি হবে উপায়, নাহি জানি হায়,
কর সদুপায় অধমতারণ হে॥
কর প্রভু পরিত্রাণ, রক্ষ মোর পাপ প্রাণ,
আমি হে অতি অজ্ঞান, কিসে মুক্ত হব হে।
বিষম পাপ সংসার, হইব কিসে উদ্ধার,
ওহে প্রভু সারাৎসার, কত আর কব হে॥
দেখিয়া ধরায়, কীর্ত্তি সমুদায়,
নয়ন যুড়ায় সুখের আধার হে।

পিতা তুমি কি কৌশলে, গড়িয়াছ এ সকলে,
রাখিয়াছ ভূমণ্ডলে এ ধরা শোভিতে হে ॥
পালিতে এ জীবগণ, কত খাদ্য অগণন,
করিয়াছ হে সৃজন মহিমা ঘুষিতে হে ।
এমনি দয়া তোমার, চৌদিকে দেখি প্রচার,
এক মুখে বলা ভার ওহে কৃপাময় হে ॥
খুলি হৃদি সিংহাসন, রাখি তব শ্রীচরণ
পূজি সদা সর্ব্বক্ষণ ভক্তি উপহারে হে ।

মরি মরি কি আশ্চর্য্য করুণা তোমার,
বলিতে কি পারি তাহা, কি সাধ্য আমার।
অসীম তোমার স্নেহ হয়ে বিস্মরণ
কাটিলাম ওহে প্রভু সমস্ত জীবন।
ভাবিয়া সে পাপ নাথ কাঁপিতেছে কায়,
তুমি না করিলে দয়া নাহিক উপায়।
পাপাত্মার যত দোষ কর হে মোচন,
কর যোড়ে ও চরণে করি নিবেদন।

অনিত্য বস্তুর লাগি ভুলিয়া তোমায়,
পাপ-পঙ্কে ডুবিলাম ও হে দয়াময়।
নিদারুণ পাপ দণ্ড করিয়া স্মরণ
অশ্রু-জলে দিবানিশি ভাসিছে নয়ন।
এ পাপ সংসার ত্যজি যাইব যখন,
আমারে রাখিও নিজ চরণে তখন।
দিও না কঠিন দণ্ড ও হে দণ্ড-ধর,
প্রসন্ন হইও পিতঃ পাপাত্মা উপর।
অশেষ আমার পাপ ওহে বিশ্বপতি,
তুমি রক্ষা না করিলে নাহিক নিষ্কৃতি।
অখণ্ড নিয়ম তব করিতে পালন,
এ পাপ অন্তর যেন করে আকিঞ্চন।
ও শ্রীপদে ভক্তি যেন থাকে সর্ব্বক্ষণ,
এই ভিক্ষা এ দাসীরে কর বিতরণ।



সম্পূর্ণ।

